ক্ষণিকের দেখা

ক্ষণিকের দেখা

[illegible] ব্রহ্মচারী

শরৎ পাবলিশিং হাউস
৯/৪ টেমার লেন
কলিকাতা - ৭০০০০৯

প্রকাশিকা ঃ
ছায়া চ্যাটার্জ্জী

প্রথম প্রকাশ ঃ
শুভ মহালয়া—৬ই অক্টোবর ১৯৬৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭-এ, কারবালা ট্যাংক লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ
খালেদ চৌধুরী

একজনের পায়ের শব্দ শত জনের হয়ে উঠতে পারে?

এক জনের নিশ্বাস কি বহুজনের হতে পারে কখনও?

পৃথার এই ধারণাটা কেন হচ্ছে এই সময়ে, কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। একবার দু বার নয়, বার বার।

রাস্তার দুধারে থাকে থাকে পাহাড় উঠে গেছে। পাহাড়ের কোল থেকে পাল্লা দিয়ে থিকথিকে সবুজ গাছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

দিনের বেলায় সুন্দর দৃশ্য।

গাছের কোলে কোলে থোকা থোকা ল্যাভেন্ডার ফুল। গোলাপি আভা। সুমিষ্ট সুবাস।

সন্ধ্যেয় মাঝরাত নেমে পড়েছে আজ।

একটু আগে ধোঁয়াটে মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। উড়ন্ত বাতাস। বিদ্যুতের চমক। আলো-আঁধারিতে সব কিছু কালো আর কালো।

পিটসবার্গের শহর থেকে একটু ভেতরে। অসুস্থ সুযশকে দেখে ফিরছে পৃথা। আকাশ ভেঙে পড়েছে মাথায়। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। পরনের প্যান্ট শার্ট বুট ভিজে জবজবে। ঘাড় অবধি চুল বেয়ে জল ঝরছে টপ টপ করে।

এ রাস্তায় পৃথা একা।

যখুনি চলছে, তখুনি যেন অনেক পায়ের শব্দ শুনছে। যখুনি দাঁড়িয়ে পড়ছে তখন আরও নির্জন আরও নিস্তব্ধ।

পৃথার নিশ্বাস পড়ার সঙ্গে যেন অনেকের নিশ্বাস ঝরে পড়ছে।

কেন এমন হচ্ছে?

এ রাস্তা অচেনা অজানা নয়। এসেছে গেছে বহুবার।

নিশ্বাস আর পায়ের আওয়াজের এটা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি নয়। ধ্বনি-প্রতিধ্বনির রেশ বোঝা যায়। পাহাড়ি জায়গায়, নির্জন জায়গায়।

কি যেন কি চিন্তা করেছে পৃথা। বেশিক্ষণের জন্যে নয়, মুহূর্ত মাত্র। নিজের পায়ের আওয়াজ থেমে যাওয়ার পরেও অন্য পায়ের শব্দ

শুনতে পেয়েছে।

নিশ্চয় কেউ বা কারা অনুসরণ করে করে আসছে।

এক ঝলক বিদ্যুৎ মাটির বুকে নেমেছে। আর সেই আলোয় পৃথা স্পষ্ট দেখেছে এ পাশ থেকে ও পাশে যেন কারা সরে গেল।

পৃথা দৌড়ে গিয়ে যে তার গাড়িতে উঠে পড়বে, সে সময়টুকুও পায় নি। না পালাবার, না চিৎকার করে কারও সাহায্য চাইবার।

পৃথা স্থির ধীর।

আর এক পাও অগ্রসর নয়।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

যারা এতক্ষণ ধরে অনুসরণ করে আসছে, তারা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

চার কোণ থেকে চার জন। কালো পোশাকে ঢাকা কালো মনের মানুষ এরা। অন্ধগলির অধিবাসী।

এরা মানুষের খোলসে হিংস্র নরখাদক পশু। বনের শিকারী বাঘের বাচ্চা শিকারের ওপর যে ভাবে চতুর্দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই ভঙ্গিমায় চার কোণ থেকে চারজনে এগিয়ে আসছে।

মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক।

বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোয় যেটুকু দেখেছে পৃথা, তাতে একজনকে চিনতে এতটুকু অসুবিধে হয়নি। জ্যাক।

এ অবস্থায় জ্যাকের এভাবে এই দলটার সঙ্গে আসা অদ্ভুত ঠেকছে। পৃথাকে এত তোড়জোড় করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার কোনো মানেই হয় না।

প্রতিশোধ নেয়া আর আক্রোশ মেটানোর সময় এতদিন বাদে হয়। ও ব্যাপারটা অনেক দিন ঘটে গেছে। নিলে অনেক দিন আগেই নিতে পারত।

পৃথা আর কিছু ভাবতে পারছে না।

নিজেকে হারিয়ে ফেলছে নিজের মধ্যে। নিষ্ক্রিয় নিস্তেজ। একটা পাথর মূর্তি।

হঠাৎ কি যেন কি একটা হয়ে গেল!

একটা অস্ফুট শব্দ — ভুল। গলাটা জ্যাকের।

একটুও দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ওরা পিছু হটেছে। চার কোণ

থেকে চার জনে দৌড়ে কালো গাড়িটায় উঠে পড়েছে।

আশ্চর্য।

পুলিশের গাড়ির সাইরেন বাজছে। দুপাশ থেকে দুখানা গাড়ি এসে থেমেছে। ডান দিকের গাড়ি থেকে গেট খুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুজনে। মিলান আর সাইন। ছুটে এসে দুপাশে থেকে পৃথাকে জড়িয়ে ধরেছে দুজনে। এক সঙ্গে বলে উঠেছে -- .পৃথুমাম। পৃথুমাম। পৃথুমাম।

পৃথার কোনো সাড়া নেই। কিছুক্ষণ।

স্বাভাবিক হতে একটু সময় লেগেছে। এক গাল হেসে সাইন আর মিলানের দুগালে দুই চুমু।

দুই

জ্যাককে কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারছে না পৃথা। নিজের বিবেকের দরবারে নিজেকে দাঁড় করিয়ে ওকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারছে না। কিছুতেই পারল না। কোনো দিনও না।

লোকে বলবে, দুর্বৃত্তের দলে চাক্ষুষ দেখেও পারবে না কেন!

না। না। না।

পৃথার নিজের বিবেক আলাদা। নিজের বিচার আলাদা। নিজের রায় আলাদা।

জেদি, দুঃসাহসী। বেপরোয়া একগুঁয়ে। কোনো দিন কখনও কারও কথা শোনে নি। নিজের মতোই চলে এসেছে। ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে অনেকেই অনেকবার বারণ করেছে। শোনে নি। একটা কিছু চরম ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, ঘটেনি।

যা ঘটতে যাচ্ছিল, সেটাও পৃথার আগে থাকতে দেখা। একই দৃশ্য। হুবহু একদম।

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা।

নিউইয়র্কের রেস্তরাঁয় বসে আছে পৃথা সুযশ মিলান সাইন — মোট চারজন। খাবারের অর্ডার দিয়েও, খাবার আর আসে না কিছুতে।

ব্যাপার-স্যাপার যেন কেমন কেমন ঠেকছে। একটা যেন রহস্য-রহস্য।

আচমকা অন্ধকার হয়ে গেল। সন্ধ্যের সব আলো নিভেছে। মানুষজন নিশ্চুপ। ভূত ভূত।

কানের কাছে আওয়াজ আসছে — উইল ব্লো। উইল ব্লো। মাথা তুললেই গুলি। কথা কইলে গুলি। তাকালে গুলি। হুঁশিয়ার। হুঁশিয়ার। শুয়ে পড় সকলে।

সটান মেঝেয় কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়েছে সবাই

পৃথা কিন্তু শোয় নি। চুপচাপ বসেই আছে।

যে যুবকটি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে জ্যাক। চোখের কোণে কাটা